95

আজকের কাগজ

তারিখ ...22 APR 1995...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

# এসএসসি পরীক্ষা ও শিক্ষামন্ত্রণালয়

দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ভাগ্য নির্ধারক পাবলিক পরীক্ষা সেকেণ্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকারের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছরই এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে কোনো না কোনো কেলেংকারি হচ্ছে। এ বছর রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে একমাত্র যশোর বোর্ডেই ১৫ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে। ঐ সংবাদ যথার্থ হলে বলতে হয় যে, শিক্ষামন্ত্রণালয় এ দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ও গাফিলতির জন্যে এসএসসি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন স্থান থেকে হরতাল, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের খবর আসছে। এটা বিএনপি সরকারের আর একটা নতুন রেকর্ড, কবিকে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রতিবাদে হরতাল, এসএসসি পরীক্ষা দিতে না পারার জন্যে হরতাল, বলা বাহুল্য যে এ সব হরতালের কৃতিত্ব বিরোধী দল সমূহের প্রাপ্য নয়। এসব হরতালের কারণ খালেদা জিয়া সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা বিশেষত শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অযোগ্যতা।

গত বছর কমপিউটারে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক কেলেংকারি করেছিলো আর এক কেলেংকারি হয়েছিলো নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র চালু করার পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে। মোট কথা বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর আমলে কেবলমাত্র এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় তার ফল ভোগ করতে হয় এ দেশের অগণিত এসএসসি পরীক্ষার্থীকে। বলা যেতে পারে যে কমপিউটার এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নামে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা যতোই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেনো কমপিউটার বিক্রেতা কোনো কোনো কোম্পানি এবং সংস্থা নিশ্চয়ই লাভবান হয়েছে। শোনা যায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছিলো সামনের বছর থেকে তার আবার পরিবর্তন করা হবে। মোটকথা বিএনপি সরকারের শাসনামলের পুরো সময় জুড়ে শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকারের পরিচালনায় শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ তাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত ধ্যানধারণা দিয়ে বাংলাদেশের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেনই তাতে শিক্ষার্থীদের অবস্থা 'গিনিপিগ'-এর মতো হলেও কই পরোয়া নেই।

বস্তুত সার কেলেংকারির জন্যে যদি শিল্পমন্ত্রীকে পদত্যাগ এবং কয়েকজন আমলাকে অপসারণ বা বদলি করতে হয় এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রীর পদত্যাগের গুজব শোনা যায় তাহলে এসএসসি পরীক্ষার বার বার কেলেংকারির জন্যে শিক্ষামন্ত্রীরও পদত্যাগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাদের অপসারণ করা উচিত। অন্যথা জবাবদিহিতার কোনো বালাই থাকে না। একটা মন্ত্রণালয়ের অধীন যে কোনো দফতর বা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার দায় সেই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর ওপরেই এসে পড়ে। গত বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে যে কেলেংকারি হয়েছিলো তার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করা উচিত ছিলো। এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হলো তার দায়িত্ব স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদত্যাগপত্র পেশ একটি প্রচলিত রেওয়াজ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে সেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি তাই এখানে পদত্যাগ নয় বরখাস্ত হচ্ছে প্রচলিত রীতি যা স্বৈরশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলাদেশেও কাগজ, সার, পরীক্ষা কেলেংকারির জন্যে দায়ী মন্ত্রী কর্মকর্তারা পদত্যাগ করছেন না, একমাত্র ব্যতিক্রম জহিরুদ্দিন খান। ঐ সব কেলেংকারির জন্যে দায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা বরখাস্ত না হলে মন্ত্রিত্ব ছাড়বেন বলে মনে হয় না।